উত্তম নাসিহা

শাইখ হারিস বিন গাজি আন নাজারি (রহিমাহুল্লাহ)

২০তম উপদেশ

পরীক্ষা স্বরূপ হক্বপন্থীদের জন্য বিপদ-আপদ আসবেই

উত্তম নাসিহা

শাইখ হারিস বিন গাজি আন নাজারি (রহিমাহুল্লাহ)

২০ তম উপদেশ

পরীক্ষাস্বরূপ

হক্কপন্থীদের জন্য

বিপদ-আপদ আসবেই

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، اللهم صلّ على محمّد وآله وسلم وبارك، أما بعد

হামদ ও সালাতের পর,
আল্লাহ তায়ালার বানী:-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

অর্থ: "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ (এখনো) তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের অনুরূপ অবস্থা আসে নি। তাদের স্পর্শ করেছিল অভাব-অনটন ও রোগ-যাতনা এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল। এমনকি রসূল ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিলেন তারা বলতে শুরু করলেন, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? শুনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।[সূরা বাকারা ২:২১৪]

দুনিয়ার জীবনে মানুষ সর্বদা পরীক্ষায় থাকে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে পরীক্ষাগার হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। কখনো এমন সময় আসবেনা যাতে কোন ধরণের পরীক্ষা থাকবে না। আর বান্দা আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হওয়ার ও জান্নাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কখনো এমন সময় আসবেনা, যাতে প্রশান্ত হয়ে যাবে ও পরীক্ষা এবং বিপদ আপদের পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে যাবে।

বান্দা যখন জান্নাতে পৌঁছে যাবে, তখন তার সকল প্রকার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। আর জান্নাত হবে ভোগ বিলাসের বাসস্থান। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ভোগ বিলাস করতে চায়, সে দুনিয়াকে প্রতিদান প্রাপ্তির স্থান বানায় অথচ তা প্রতিদান প্রাপ্তির স্থান নয় বরং তা হল পরীক্ষাগার।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ ও নবী কুলের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওহি প্রেরণ করে প্রথমে গোপনে, কিছুদিন পর প্রকাশ্যে দাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই কাজে তিনি কুফফারদের পক্ষ হতে কষ্ট, বাধা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন।

এরপরে হিজরত ও হিজরতের কষ্ট সহ্য করার, স্বাধীন রাষ্ট্র বানানো এবং জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তার এই কাজ এই পর্যন্ত চালু ছিল যে, তিনি তার সবচেয়ে প্রিয়তম বন্ধু আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হয়েছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের সাথে জিহাদ ও পরীক্ষার অবস্থায় ছিলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রিয়তম বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার পরে মুরতাদদের সাথে সাহাবায়ে কেরামের জিহাদের নতুন যাত্রা শুরু হয়। আর মুরতাদদের সাথে যুদ্ধের পরে রোম ও পারস্যের যুদ্ধ হয়।

এভাবেই বান্দার ফিতনা ও বিভিন্ন পরীক্ষা চলতে থাকবে, কিয়ামত দিবসে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা মানুষদের জন্য এটাই নিয়ম বানিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়াকে পরীক্ষার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তুমি কোন দিন প্রফুল্লতার সাথে বলতে পারবেনা যে, আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি অথবা আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা এই যুদ্ধ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি।

বান্দা একমাত্র জান্নাতেই প্রফুল্ল হতে পারবে, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল"। [সূরা ইমরান ৩:১৪২]

জান্নাতের রাস্তা হল জিহাদ ও সবরের রাস্তা, তুমি কি ধারণা করছ যে, জিহাদ ও সবর করার আগেই জান্নাতে চলে যাবে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

অবশ্যই আমি তোমাদের কে ভয়, ক্ষুধা এবং জান, মাল ও ফসলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব, আর সুসংবাদ হল সবরকারীদের জন্য। [সূরা বাকারা ২:১৫৫]

এই আয়াতে ঐ সকল সবরকারীদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং হকের উপর অটল থাকে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।
প্রত্যেকের দ্বীনদারি অনুযায়ী তার পরীক্ষা হয়- যেমনটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان صلب الدين اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتُلي على حسب دينه...الحديث)

"সব চাইতে বেশী বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন নবীগণ, এর পরে যারা নবীগণের যত নিকটবর্তী ছিল তারা ততবেশী বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রত্যেকেই তার দ্বীনদারি অনুযায়ী পরীক্ষিত হয়, সুতরাং সে যদি দ্বীনদারিতায় মজবুত হয় তার পরীক্ষা কঠিন হবে, আর যদি দ্বীনদারিতায় দুর্বল হয় তাহলে তার দুর্বলতা অনুযায়ী পরীক্ষিত হবে।,... হাদিসের শেষ পর্যন্ত। (তিরমিজী)
সুতরাং মানুষ তার দ্বীনদারী অনুযায়ী পরীক্ষিত হয়, যে তার দ্বীনদারিতায় যত অটল থাকবে তার পরীক্ষা তত কঠিন হবে।
শয়তান কতককে এই কথা বলে ধোঁকা দেয় যে, তোমার দ্বীনদারিতা মজবুত হলে কঠিন বিপদ আসবে, তাই তুমি কঠিন বিপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য তোমার দ্বীনদারিতাকে দুর্বল কর। খবিস শয়তানের ধোঁকা কতইনা মারাত্মক! আর শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষও বলে, আমার দ্বীনদারিতা মজবুত হলে আমার বিপদও কঠিন হবে, আর আমি কঠিন বিপদ সহ্য করতে পারবনা, তাই আমার নফস ও ইবাদতকে দুর্বল বানাব, কারণ আমি ছোট বা দুর্বল বিপদ চাই, এটা শয়তানের ধোঁকা ও বুঝার ভুল।
(সঠিক কথা হল) পরীক্ষা হবে দ্বীনদারিতা অনুযায়ী, তাই মানুষের পরীক্ষার উপযোগী ধৈর্য ও দৃঢ় থাকাবস্থায়ই তাকে পরীক্ষা করা হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে তার সাধ্যের বাহিরে পরীক্ষা করবেন না, বরং তাকে তার ঈমানের উপযোগী পরীক্ষা করবেন। এই পরীক্ষা তার ঈমান, ইয়াকিন, তাওয়াককুল ও সবরের উপযুক্ত হবে। তার পরীক্ষা সে অনুযায়ীই আসবে, এর চেয়ে বেশীর পরীক্ষা হবেনা। সুতরাং মানুষকে এমন পরীক্ষা করা হবে না, যেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সক্ষমতা তার নেই, যার ফলে কিয়ামতের দিবসে সে আল্লাহকে বলতে পারবে, হে আল্লাহ আপনি আমাকে সাধ্যের বাহিরে পরীক্ষা করেছেন!
আসলে বিষয়টা এমন নয় বরং ঈমান অনুযায়ী বিপদ আসবে। অতএব যাদের দ্বীনদারিতা মজবুত, যদিও অন্যদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে তাদের কাছে পরীক্ষা কঠিন মনে হবে কিন্তু যাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে তার সেই পরিমাণ ঈমান আছে যার দ্বারা সে দ্বীনের উপর অটল থাকতে পারবে এবং পরীক্ষায় সফল হতে পারবে। এটা সে এই কারণে পারবে কারণ আল্লাহ্ তার ঈমান মজবুত করে দিয়েছেন।
(উদাহরণ স্বরূপ কেউ কেউ বলে যে,) "অমুককে কঠিন পরীক্ষা করা হয়েছে, তার জায়গায় আমি হলে বিপদে ধৈর্যধারণ করতে পারতাম না"। হ্যাঁ তার সেই পরিমাণ ঈমান, ইয়াকিন ও আল্লাহ তা'আলার সাথে সততা ছিল যা তার পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ এর দ্বারাই সেই পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ করেছেন।
এখানে উস্তাদ আব্দুল্লাহ আল-আ'দম বলেছেন, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের জন্য আবশ্যক হল ছোট বড় প্রত্যেক আমলে আল্লাহ তা'আলার নিকট মনে মনে সওয়াবের আশা করা। এখানে ছোট বড় প্রত্যেক আমলের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সওয়াবের আশা করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। সে আল্লাহর রাস্তায় থাকাবস্থায়,

আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন কাজে থাকা অবস্থায় প্রত্যেক আমলেই আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা করবে।
উস্তাদ বলেন, এটা এইজন্য যেন তার কোন প্রতিদান ও সওয়াব ছুটে না যায়। জিহাদ হল নেক কাজের অনেক বড় একটি দরজা ও নেকী অর্জনের বড় একটি ক্ষেত্র। আল্লাহর রাস্তার পথিক এই পথে চলতে যে সকল কষ্ট, বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, সওয়াবের প্রত্যাশা সে গুলোকে লাগব করে দেয়। তার এই অনুধাবনটা নিঃসন্দেহে সফলতা অর্জনের উপায়, মনোবল বৃদ্ধির কারণ ও অন্তরের জন্য আনন্দের ব্যাপার হবে ইনশা আল্লাহ্।

আমরা আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি, আর তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرًا

****